তারিখ - 26 OCT 2002
পৃষ্ঠা - ১২ কলাম - ৪

ভোরের কাগজ

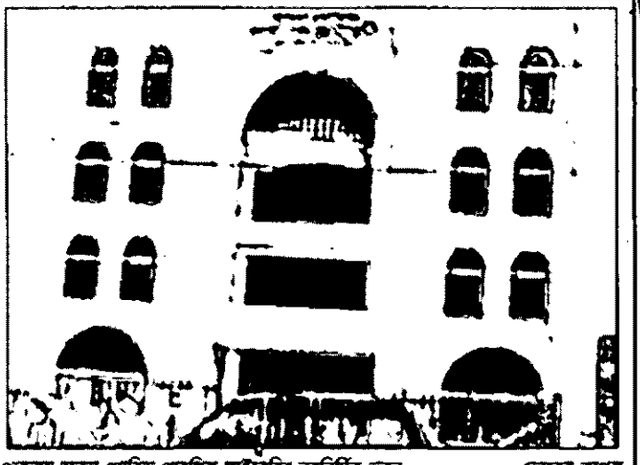

পাবনায় অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির নবনির্মিত ভবন —ভোরের কাগজ

পাবনার অন্নদা লাইব্রেরি নতুন ভবনে নতুন সাজে

নিশীথ রঞ্জন সাহা বিন্দু, পাবনা থেকে : উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক বিদ্যাপীঠ অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়েছে গতকাল শুক্রবার। কোনো প্রকার সরকারি অর্থ সহায়তা ছাড়াই নির্মিত এই বিশাল ভবনের উদ্বোধন করেন স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী। ১৯৯৯ সালের ৫ নভেম্বর তিনিই এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি উদ্বোধন উপলক্ষে গোটা শহরে ছিল আনন্দের জোয়ার। সকাল থেকে শত শত মানুষ নতুন এই লাইব্রেরি ভবনের সামনে ভিড় করেন। তিনদিন আগে থেকেই নতুন ভবনটিতে আলোকসজ্জা করায় ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

পাবনার অন্নদা

● শেষের পাতার পর এই ভবনের স্থাপত্যসৌন্দর্য সকলকে আলোড়িত করে।

লাইব্রেরি উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালিও শহর প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে কয়েকশ নারী-পুরুষ নানান সাজে অংশগ্রহণ করে।

১৮৯০ সালে অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম অনুসারে এই লাইব্রেরির নামকরণ করা হয় অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি। সেই সময়ের ছোট টিনের ঘর এখন বিশাল অট্টালিকা। অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত ৬ তলা এই ভবনের শুরুতে ৪ তলা উদ্বোধন হলো। ৪ তলা ভবনের প্রথম তলা এবং ৪র্থ তলা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার হবে। এবং ২য় ও ৩য় তলা ব্যবহার হবে লাইব্রেরির কাজে।

১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লাইব্রেরিটি ১৯৪০ সালে এর ১৩ শতাংশ জমির ওপর একটি ইমারত নির্মাণ করা হলেও দীর্ঘ ৬০ বছর পর তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় লাইব্রেরির সদস্যগণ এটি ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণের চিন্তা করেন। সরকারি সুবিধা বঞ্চিত এই লাইব্রেরির নতুন ভবন নির্মাণের জন্য স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরীকে অবগত করা হলে তিনি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়ে ১৯৯৯ সালের ৫ নভেম্বর ভবন নির্মাণের কাজ উদ্বোধন করেন।

লাইব্রেরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসে স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী বলেন, তিনি সত্যিই গর্বিত। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার এই লাইব্রেরি একটি মাইলফলক হবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমান যুগে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশ কেবল শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষাই উন্নতির একমাত্র পথ। তার সেই পথের একটি মাইল ফলক হলো এই লাইব্রেরি।

লাইব্রেরির সভাপতি অঞ্জন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সদস্য মোস্তাক আহমদ, মুর্তজা করিম, এবং উন্নয়ন সংস্থা সমতার পক্ষ থেকে কিছু বই উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালক আক্কু চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।